ঝিনাইদহে বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঝিনাইদহে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুত্রুবার সকালে শহরের ঝিনাইদহ কলেজ প্রাঙ্গনে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস।

সেসময় চেম্বার অব কর্মাসের সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন, পৌর বিএনপি’র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান রিপন, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মুশফিকুর রহমান মানিক, পৌর যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদুল ইসলাম মিলন, ড্যাব নেতা ডাঃ হাসানুজ্জামানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের আয়োজনে দিনব্যাপী শহরের বিভিন্ন এলাকার ৩ শতাধিক রোগীকে বিনামুল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও ঔষধ দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন, ঝিনাইদহ ও মাগুরার হাসপাতালের ডাঃ আসিফ হোসেন, ডাঃ তারিন শুভ, ডাঃ প্রান্ত, ডাঃ জোহান হোসেনসহ ৪ জন চিকিৎসক।

বিনামুল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও ঔষধ পেয়ে সস্তুষ্টি প্রকাশ করেন হতদরিদ্র মানুষেরা।

ঝিনাইদহ-৪ আসনে বিভাজন বিএনপিতে, একক প্রার্থী

জামায়াতে

ছয়টি উপজেলা ও ৬ টি পৌরসভা নিয়ে ঝিনাইদহ জেলায় চারটি সংসদীয় আসন গঠিত। এর আসন গুলো হলো- ঝিনাইদহ-১ (শৈলকূপা), ঝিনাইদহ-২ (সদর-হরিণাকুণ্ডু), ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর-মহেশপুর) ও ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ- সদর আংশিক)।

জেলা নির্বাচন অফিসের প্রকাশিত ভোটার তালিকা অনুযায়ী ঝিনাইদহের ৪টি সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ১৫ লাখ ৮৬ হাজার ৬৭৮জন। ভোট কক্ষ-৩হাজার ৫২৪টি ও ভোট কেন্দ্র-৫৯৮টি। আজ তুলে ধরবো ঝিনাইদহ-৪।
ঝিনাইদহ -৪ (সদরের আংশিক ও কালীগঞ্জ)
কালীগঞ্জ উপজেলার ১১টি এবং ঝিনাইদহ সদরের ফুরসন্ধি, নলডাঙ্গা, ঘোড়শাল ও মহারাজপুর ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ঝিনাইদহ-৪। এই আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৪৪ হাজার ০৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৭৩ হাজার ৬৭২ জন ও নারী ভোটার ১ লাখ ৭০ হাজার ৩২৯ জন। এ আসনে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৬ জন। ভোট কেন্দ্র ১২১টি।
জেলার চারটি সংসদীয় আসনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আসন কালীগঞ্জ। এই আসনে বিএনপির একাধিক প্রার্থী দলীয় মনোনয়নের জন্য যোগায়োগ ও তদবীর শুরু করেছেন। দলীয় কর্মসূচির পালনেও বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীরা ভোটের মাঠের হিসেবনিকেশ কষছেন। নিজ নিজ প্রভাব ও অবস্থান জানান দিতে চলছে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীদের শোডাউন। এমনকি সম্ভাব্য প্রার্থীদের সমর্থকরা একাধিকবার সংঘর্ষেও জড়িয়েছেন।

এই আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ। এ আসনে বিএনপির তৃণমূলে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছেন তিনি। পেয়েছেন তুমুল জনপ্রিয়তা। তবে এই আসনে বিএনপির সম্ভাব্য মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মধ্যে রয়েছে উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম। তিনিও ভোটের প্রস্তুতি নিচ্ছেন জোরেসোরে। স্থানীয় একটি গ্রুপের মাঝে তার রয়েছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা, বিগত সরকারের আমলে তিনি অনেক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এই আসনে অপর সম্ভাব্য প্রর্থী ঝিনাইদহ জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সদস্য সচিব এডভোকেট আকিদুল ইসলাম। তিনি এলাকায় ক্লিন ইমেজের লোক বলে পরিচিত। এই আসনে বিএনপির আরও একজন শক্ত প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী

রয়েছেন তিনি হলেন জেলা বিএনপির উপদেষ্টা ও সাবেক এমপি মরহুম এম শহীদুজ্জামান বেল্টুর স্ত্রী মুরশিদা জামান।এই আসনে মনোনয়ন প্রত্যাশিদের মধ্যে চলছে চতুর মুখী লড়াই। এখন দেখা যাক কার হাতে তুলে দেয় ধানের শীষ প্রতিক।
নির্বাচনী মাঠে সক্রিয় রয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী কালীগঞ্জ উপজেলা শাখার নায়েবে আমীর, প্রবীণ রাজনীতিবিদ মাওলানা আবু তালিব। জামায়াতে ইসলাম তাকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছে। ইতো পূর্বে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনেও তিনি প্রার্থী ছিলেন। তিনি নিয়মিত নির্বাচনী মতবিনিময় সভা, কর্মী সমাবেশ ও কৌশলগত পরামর্শে ব্যস্ত সময় পার করছেন।
এছাড়াও এই আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের একক প্রার্থী মুফতী আহম্মেদ আব্দুল জলিল ভোটারদের দৃষ্টি আর্কষণের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। এ আসনে জাতীয় পার্টি (ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ) সমর্থিত জাতীয় যুব সংহতির কেন্দ্রীয় সভাপতি হারুন অর রশীদ পার্থী হতে পারেন।

এই আসনে ভোটের মাঠে লড়বেন গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা ও জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি প্রভাষক সাখাওয়াত হোসেন। তিনি জুলাই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয়ায় জেলার তরুণ প্রজন্মের পরিচিত মুখ। তিনি তরুণ ভোটারদের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ভোটারদের ভাবনা:
উপজেলার রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের পাশাপাশি সর্বসাধারণের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে,জুলাই বিপ্লব পরবর্তি নতুন প্রেক্ষাপটে ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনের ভোটারদের মধ্যে মানসিক ব্যাপক পরিবর্তন দেখা গেছে। সাধারণ ভোটারদের কথা, বিগত দুই যুগে দেশে বারবার ভোট হয়েছে, সরকার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ও মানবিক সমাজের তেমন উন্নতি ঘটেনি। ভোটারদের ভাবনা, এবার ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে দেশকে নতুন করে সাজানোর সুযোগ এসেছে। পেশীশক্তির ব্যবহার রোধ, দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি প্রতিরোধ, সামাজিক বিশৃঙ্খলা নিরসনে আসন্ন নির্বাচনে নিরব ভোট বিপ্লবের ইঙ্গিত সাধারণ ভোটারদের। তারা বলছেন, সামাজিক কারণে রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের সামনে চুপচাপ থাকলেও ভোটের দিন নিরবে পছন্দের যোগ্য, মেধাবী, সৎ ও ক্লিন ইমেজের প্রার্থীকেই তারা বেছে নিবেন।
ভোটাররা আগামী নির্বাচনে দল-মতের উর্ধ্বে উঠে ক্লিন ইমেজের সৎ, যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থীদের ভোট দিতে চান। তারা বলছেন, পেশিশক্তি প্রদর্শনকারী, ভয়ভীতি দেখানো, টেন্ডারবাজ,

দুর্নীতিবাজ ও অসৎ প্রভাবশালী প্রার্থীদের তারা ভোটের মাধ্যমেই জবাব দিবেন। বিগত সময়ে এই আসনটি বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে প্রতিযোগীতা হয়ে আসছে। এবার যেহেতু আওয়ামী লীগ মাঠে নাই সেকারণে বিএনপি জনসর্মথনে একটু এগিয়ে থাকলেও দলীয় কোন্দলে নিজেরা বিপর্যস্ত। এই অবস্থা চলতে থাকলে নির্বাচনে জামায়াত বা বিকল্প কোন প্রার্থীর ভাল করার সম্ভাবনা থাকবে।

দামুড়হুদার জয়রামপুরে বিএনপির কর্মী সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকাল ৫টার দিকে কাঁঠালতলায় ইউনিয়ন বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে এ কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হাউলী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. আবু হাসানের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল ওয়াহেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাসেম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী।

হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামানের সঞ্চালনায় এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. সোহেল রানা, সদস্য হুমায়ূন কবির ডাবলু, মমিনুল ইসলাম, সুমন, হাউলী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি তরিকুল ইসলাম, ইউনিয়ন যুবদল নেতা হাসান আলী, আরিফুল ইসলাম, নাজমুল, নুর

সালাম, লাবিব সিদ্দিকী, ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি ফারুক হোসেন বাবু, সাধারণ সম্পাদক তামিম হোসেনসহ স্থানীয় বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী ও সমর্থকবৃন্দ।

কর্মী সভায় বক্তারা বলেন, সংগঠনকে শক্তিশালী করা এখন সময়ের দাবি। দেশের এই ক্রান্তিকালে গণতন্ত্র রক্ষা ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিটি কর্মীকে সচেতন হতে হবে এবং মাঠে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। দলীয় ঐক্যই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সবাইকে দলের স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সামনে দিনগুলো আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠনের বিস্তার ঘটিয়ে প্রতিটি ইউনিটকে আরো সুসংগঠিত করতে হবে। ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও গ্রাম পর্যায়ে প্রতিটি নেতা-কর্মীকে দায়িত্বশীল হতে হবে এবং জনগণের কাছে দলের ভাবমূর্তি ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে হবে। আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সামনে এগিয়ে যেতে পারব ইনশাআল্লাহ।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুর রাজ্জাক।

মেহেরপুরে সদর উপজেলা বিএনপি’র নবনির্বাচিত সভাপতিকে সংবর্ধনা

মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি’র নবনির্বাচিত সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদকে সংবর্ধনা জানিয়েছে শ্যামপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি। গতকাল শনিবার বিকেল পাঁচটায় শ্যামপুর ক্লাব বাজার প্রাঙ্গণে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

শ্যামপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি ফজলুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ও সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ বাকা বিল্লাহ, শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র নেতা সোহরাব হোসেন, বিএনপি নেতা হাজী আবুল হাসেম, বিএনপি নেতা

পাঞ্জাব হোসেন ও বিএনপি নেতা আমিজুর রহমান।

জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনির সঞ্চালনায় এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক ফরিদ উদ্দিন, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহমুদ সানি, বিএনপি নেতা শামসুর রহমান সুইট, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য ফুর্তি হাসান সহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

বক্তারা নবনির্বাচিত সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদকে অভিনন্দন জানিয়ে বিএনপিকে আরও শক্তিশালী ও তৃণমূলমুখী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

মেহেরপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের প্রস্তুতি সভা

বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও আসন্ন মেহেরপুর জেলা দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের প্রস্তুতি এবং জেলার ৫টি ইউনিটসহ তৃণমূল স্তরের কর্মকাণ্ডের সার্বিক মূল্যায়ন উপলক্ষে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল ১১টার দিকে মুজিবনগর পর্যটক মোটেল কমপ্লেক্সে এ সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপি আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন। সভা পরিচালনা করেন জেলা বিএনপি সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক

ও সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপির সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, আনছার উল হক, খাইরুল বাশার, জাকির হোসেন, মীর ফারুক, আবু সালেহ নাসিম, রোমানা আহম্মেদ, রেজাউল হক প্রমুখ।

এছাড়াও এসময় মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, সদর উপজেলা বিএনপির, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক সোহরাব হোসেন, হামিদ খান গাজু, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক আবদাল হক, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাহাঙ্গীর আলম, আবু ইউসুফ মিরন, গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক শাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় আগামী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।

গাংনীতে নির্বাচনী হাওয়া: একাধিক প্রার্থী বিএনপিতে, জামায়াতের একক

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুরের দুটি আসনে নির্বাচনের প্রচার—প্রচারণা শুরু হয়েছে। গণসংযোগ, প্রচার—প্রচারণা, মিছিল, সমাবেশসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা। মেহেরপুরের দুটি আসনে বিএনপির দুই হালি প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাশা করে ভোটারদের সামনে তুলে ধরছেন। দুটি আসনেই বিএনপির একাধিক প্রার্থী থাকায় দলটি মনোনয়ন কাকে দেয় এ নিয়ে রাজনৈতিক নেতাকমীর্ ও সাধারণ ভোটারদের মধ্যে চলছে নানা হিসেবে নিকেষ।

অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামি দুটি আসনে প্রার্থী ঘোষনা করেছে অনেক আগেই। ফলে নির্ভার হয়ে জামায়াতের প্রার্থীরা তাদের ভোট প্রচারণা ও গণসংযোগে ব্যস্ত রয়েছেন। মেহেরপুরের—১ আসনে এনসিপি কোন প্রার্থী ঘোষণা না দিলেও প্রাথমিকভাবে মেহেরপুর—২ আসনে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী হিসেবে ঘোষনা করেছেন। তিনিও এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছেন। ইসলামী অন্যান্য দলগুলোর তেমন তৎপরতা এখনো লক্ষ করা যায়নি। তবে ইসলামি শাষনতন্ত্র আন্দোলনের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে দুটি আসনেই। মেহেরপুরের দুটি আসনে মূলত বিএনপি ও আওয়ামী লীগ থেকেই এমপি নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। তবে জামায়াত চেষ্টা করছে বিজয়ী হতে।

মেহেরপুর—২ (গাংনী): গাংনী উপজেলা নিয়ে গঠিত মেহেরপুর—২ আসন। জাতীয় সংসদের ৭৪ নম্বর আসন এটি। এ আসনে হালনাগাদ ভোটার ২ লাখ ৬৭ হাজার ৫৯৯ জন। এ আসনে সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সদস্য আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির আহবায়ক জাবেদ মাসুদ মিল্টন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন চাইবেন বলে জানা গেছে। গ্রামে গ্রামে গণসংযোগ, প্রচারপত্র বিলি, ৩১ দফার লিফলেট বিতরণসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তারা পৃথক পৃথক ভাবে পরিচালনা করছেন।

জামায়াতে ইসলামী জেলা জামায়াতের সূরা সদস্য ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মো: নাজমুল হুদাকে এ আসনে প্রার্থী ঘোষনা করা হয়েছে। তিনিও পুরোদমে ভোটের প্রচার প্রচারণা ও গণসংযোগ প্রচুর সময় ব্যয় করছেন। নেতাকমীর্দের সঙ্গে নিয়ে এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন।

এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির আইন বিষয়ক সমন্বয়ক অ্যাড. শাকিল আহমেদকে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেছে দলটি। তিনি ৫ আগষ্ট এর পর থেকে তাঁকে এলাকার বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে। ইসলামী শাষনতন্ত্র আন্দোলন থেকে মোস্তাফিজুর রহমান সেন্টু, এনডিএম এর কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক জাবেদুর রহমান সেন্টুকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

জেলা বিএনপির আহবায়ক জাবেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, বিএনপি নির্বাচনমুখী রাজনৈতিক দল। জনগণের ম্যাণ্ডেটের উপর আস্থাশীল। সেই ম্যাণ্ডেট নিয়ে বিএনপি সরকারও পরিচালনা করেছে। একটি বড় দলের অসংখ্য নেতাকমীর্র নিবার্চনে আগ্রহ থাকাই যৌক্তিক। দল যাকে জনগণের নেতা হিসেবে বিবেচনা করবে সেই মনোনয়ন পাবে। আমি ২০১৮

সালে মনোনয়ন পেয়েছিলাম। আমি এবার মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদি। তারপরও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত। তিনি যাকে মনোনয়ন দেবেন তার হয়েই আমরা নির্বাচনে মাঠে নামবো।

সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, বিএনপি অনেক বড় দল। এই দল থেকে অনেকেই প্রার্থীতা চাইবে এটাই স্বাভাবিক। আমিও মনোনয়ন প্রত্যাশী। আমি ২০০৮ সালে বিএনপির মনোনিত খুলনা বিভাগে বিএনপির বিজয়ী ২টি সিটের মধ্যে গাংনীতে এমপি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলাম। গাংনীর মানুষ আমার প্রতি আস্থা রেখে আমাকে এমপি নির্বাচিত করেছিল। তারপর দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গাংনীর মানুষকে সাথে নিয়েই আছি। আমাকে মনোনয়ন দিলে আমার বিশ্বাস মানুষ আবারও সে আস্থায় আমাকে নির্বাচিত করবেন।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এডভোকেট কামরুল হাসানের গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নে বিএনপির ৩১ দফা দাবির প্রচারে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকেলে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

এ সময় তিনি শিবপুর ও হিতিমপাড়া গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের হাতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করেন এবং তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। তাদের মধ্যে ছিলেন— জেলা বিএনপির সদস্য আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, ওমর ফারুক লিটন, মীর

ফারুক, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি লতিব বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা যুবদলের সহ সভাপতি আনিসুর রহমান লাভলু, মোশারফ হোসেন তপু, সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, কুতুবপুর ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আরাফাত আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক শিমুল বিশ্বাস, ওয়ার্ড বিএনপি নেতা রাজিব, রেমিম, নাহিদসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সম্মেলন ৩০ আগস্ট

আগামী ৩০ আগস্ট ২০২৫, শনিবার মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে আজ শুক্রবার সম্মেলন ও কাউন্সিল পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে।

ঘোষিত নির্বাচন কমিশন হলো প্রধান নির্বাচন কমিশনার জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম, সহকারী নির্বাচন কমিশনার সহকারী অধ্যাপক জুলফিকার আলী, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আনারুল ইসলাম, জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান

এ তথ্য গতকাল শুক্রবার প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী।

মেহেরপুরে নির্বাচনী হাওয়া: বিএনপিতে চ্যালেঞ্জ, জামায়াত নির্ভার

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুরের দুটি আসনে নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা শুরু হয়েছে। গণসংযোগ, প্রচার-প্রচারণা, মিছিল, সমাবেশসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা।

মেহেরপুরের দুটি আসনে বিএনপির দুই হালি প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাশা করে ভোটারদের সামনে তুলে ধরছেন। দুটি আসনেই বিএনপির একাধিক প্রার্থী থাকায় দলটি মনোনয়ন কাকে দেয় এ নিয়ে রাজনৈতিক নেতাকমীর্ ও সাধারণ ভোটারদের মধ্যে চলছে নানা হিসেবে নিকেষ।

অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামি দুটি আসনে প্রার্থী ঘোষনা করেছে অনেক আগেই। ফলে নির্ভার হয়ে জামায়াতের প্রার্থীরা তাদের ভোট প্রচারণা ও গণসংযোগে ব্যস্ত রয়েছেন। মেহেরপুরের-১ আসনে এনসিপি কোন প্রার্থী ঘোষণা না দিলেও প্রাথমিকভাবে মেহেরপুর-২ আসনে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী হিসেবে ঘোষনা করেছেন। তিনিও এলাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছেন। ইসলামী অন্যান্য দলগুলোর তেমন তৎপরতা এখনো লক্ষ করা যায়নি। তবে ইসলামি শাষনতন্ত্র আন্দোলনের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে দুটি আসনেই। মেহেরপুরের দুটি আসনে মূলত বিএনপি ও আওয়ামী লীগ থেকেই এমপি নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। তবে জামায়াত চেষ্টা করছে বিজয়ী হতে।

মেহেরপুর-১: মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা নিয়ে মেহেরপুর ১ আসন। জাতীয় সংসদের ৭৩ নম্বর আসন। এ আসনে হালনাগাদ ভোটার ৩ লাখ ১৩ হাজার ১৩৪ জন। বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাড. কামরুল হাসান, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সদস্য জাকির হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সদস্য আলমগীর খান সাতু রয়েছেন মনোনয়ন চাওয়ার তালিকায়। প্রত্যেক

প্রার্থী নিজেদের মত করে গণসংযোগ, প্রচার-প্রচারণা, তারেক রহমানের ৩১ দফার লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে নিজেদের প্রার্থীতার বিষয়টি জানান দিচ্ছেন।

জামায়াতে ইসলামীর মেহেরপুর জেলা আমির তাজ উদ্দিন আহমেদকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে অনেক আগে। তিনিও নিয়মিতভাবে গণসংযোগ, দলীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, ভোটারদের মন জয় করতে বিভিন্ন উপহার সামগ্রীও প্রদান করে চলেছেন। ইসলামি শাষনতন্ত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা সভাপতি খাদেমুল ইসলামকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে ঘোষনা করেছে দলটি। তবে প্রকাশ্যে তাদের কোন কর্মকান্ড না দেখা গেলেও তারা দাবী করেছেন তারা তাদের দলীয় নিয়ম মোতাবেক ভোটের প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া জাতীয় নাগরিক কমিটির (এনসিপি) কোন কর্মকাণ্ড দেখা যাচ্ছে না।

বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেন, জনমতের আকাঙ্খা বিবেচনা করে দল আমাকে মনোনয়ন দেবে বলে আমার বিশ^◌াস। দীর্ঘদিনের লড়াই সংগ্রামে অনেক হামলা—মামলা মোকাবেলা করে রাজনীতি করে যাচ্ছি। তারপরও দলের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত। দল যাকে মনোনয়ন দেবে আমরা তার হয়েই কাজ করবো।

জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাড. কামরুল হাসান বলেন, বিএনপি বড় দল। এখানে মনোনয়ন প্রতিযোগীতা থাকবেই। দলের অনেকই মনোনয়ন চাইবে। দল যাকে মনোনয়ন দিবে সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে তার হয়েই নির্বাচনের মাঠে কাজ করবে।

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই নিবার্চনী প্রচার—প্রচারণা চালাচ্ছি। ভোটারদের সাথে কথা বলছি। তাদের সাথে কথা বলে মনে হচ্ছে তারাও পরিবর্তন চাচ্ছেন। এ কারণে এবারের নির্বাচন নিয়ে আমরাও আশাবাদি।

মেহেরপুরে বিএনপি’র নব-নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদককে সংবর্ধনা

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ড বিএনপি’র আয়োজনে সদর উপজেলা বিএনপি’র নব-নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলামকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাত ৮টার দিকে শ্যামপুর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বেলতলাপাড়ায় এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র ৭নং ওয়ার্ড সভাপতি আব্দুস সামাদ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা বিএনপি’র নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা বিএনপি’র নবনির্বাচিত সাংগঠনিক সম্পাদক সোহরাব হোসেন, হামিদ খান গাজু, শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন ও সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল খয়ের।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ইলিয়াস হোসেন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোশারেফ হোসেন তপু, সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, কুতুবপুর ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি সাইদুল হাসান খান কেনেডি, পৌর যুবদল নেতা রিপন, মিঠনসহ বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

অনুষ্ঠানে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়।